দর্শনার বাড়াদী সীমান্তে ২০ কেজি দানাদার রুপা জব্দ

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি দর্শনা সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা মৃল্যের দানাদার রুপা আটক করেছে।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসির নেতৃত্বে,অভিযান চালায় বাড়াদী সীমান্তে। এ অভিযানে বিজিবি ২০ কেজি ওজনের পলিথিন পিপি প্যাকেটে মোড়ানো ১৭১৪.৬৭ ভরি ভারতীয় দানাদার রুপা আটক করেছে।

বিজিবি জানায়, গতকাল শনিবার চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত বারাদী সীমান্তে বারাদী বিওপি হতে নিয়মিত টহল পরিচালনাকালে বারাদী বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার সোহরাওয়াদী হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বাড়াদী সীমান্তের মেইন পিলার ৮০/৬-আর হতে আনুমানিক ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাথাভাঙ্গা নদীর পাড়ে এ্যাম্বুশ করে।

এসময় বিকাল ৫ টার দিকে অজ্ঞাত কিছু ব্যক্তিকে শুন্য লাইন অতিক্রম করে মাথাভাঙ্গা নদীর পাড়ের দিকে আসতে দেখে।বাড়াদী বিজিবি সশস্ত্র টহল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে চোরাচালানীদেরকে ধাওয়া করে। ফলে বিজিবির ধাওয়া খেয়ে চোরাচালানীরা তাদের মাথায় থাকা বস্তাটি ফেলে দৌড়ে ভারতের অভ্যন্তরে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি টহল দল চোরাকারবারীদের ফেলে যাওয়া বস্তাটি জব্দ করে। জব্দকৃত বস্তার ভিতর ১৬টি পলিথিনের প্যাকেট হতে ২০ কেজি (১৭১৪.৬৭ ভরি) ভারতীয় দানাদার রুপা আটক কর।।

এ ব্যাপারে হাবিলদার সোহরাওয়াদী হোসেন বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করে। আটককৃত ভারতীয় দানাদার রুপাগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ৫০ বোতল ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার ২

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটলিয়ান (র্যাব-১২) অভিযান চালিয়ে ৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে। এসময় তাদের ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল, একটি মোবাইল ফোন ও নগদ ১ হাজার টাকা উদ্ধার করেছেন।

গ্রেফতারকুতরা হলো, গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামের মৃত শামসুদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ শরিফুল বিশ্বাস(৩৮)ও একই গ্রামের
- মোঃ হেলাল বিশ্বাসের ছেলে মোঃ সবুজ বিশ্বাস(২৮)।

আজ শনিবার (৫ জুলাই) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে র্যাব-১২ এর একটি টিম র্যাব কমান্ডার সিপিসি মেহেরপুর এর সহকারী পুলিশ সুপার কমান্ডার মোঃ মনিরুজ্জামান জানান, সিপিসি-মেহেরপুর ক্যাম্পের একটি দল গাংনী উপজেলার রামদেবপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে করে ৫০ বোতল ফেন্সিডিলসহ এই ২ জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দিয়ে গ্রেফতারকৃত আসামীদের গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে জনতার হাতে দুই ছাগল চোর আটক; পুলিশে সোপর্দ

গাংনী উপজেলা চিতলা গ্রামে ছাগল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় জনতার হতে আটক৷ হয়েছে দামুড়হুদা থানার দশমী গ্রামের ফজলে হোসেন(৪০) ও বাঘাডাংগা গ্রামের লিটন হোসেন (৩৫)।

ফজলে হোসেন দশমী গ্রামের লুতফুর রহমানের ছেলে ও লিটন হোসেন বাঘাডাংগা গ্রামের তেতুল মন্ডলের ছেলে।

শনিবার দুপুরে তাদের গাংনী উপজেলার পাকুড়িয়া গ্রাম থেকে আটক করা

হয়। আটক কৃতদের গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, চিতলা গ্রামের আশরাফুল ইসলামের একটি খাশি ছাগল চুরি করে অটোরিকশায় নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়রা ধাওয়া করে। চোরের দল পাকুড়িয়া গ্রামে পৌঁছালে ছাগলমালিক তার ছাগল চিনতে পেরে তাদের আটক করে। এসময় ৫ জন চোর চক্রের মধ্যে অটোরিকশা ফেলে তিনজন পালিয়ে যায়। ফজলে হোসেন ও লিটনকে ধরে গণধোলাইয়ের পর গাংনী থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনোজিৎ কুৃমার নন্দী জানান, ছাগল চুরির অপরাধে দুজনকে গাংনী থানায় সোপর্দ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা ৩ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার ডিবি পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৩কেজি গাঁজাসহ ২জনকে গ্রেফতার করা করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে উজিরপুর তাল্লু সুতার মিলের সামনে থেকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ জনাব ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে এসআই সুমন্ত বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার এএসআই বিজন কুমার, এএসআই মোঃ আবেদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে রাত আনুমানিক ১২টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন চুয়াডাঙ্গা টু দামুড়হুদা গামী রোডে উজিরপুর তাল্লু সুতার মিলের সামনে পাকা রাস্তার উপর হইতে ৩কেজি গাঁজাসহ ২জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন দামুড়হুদা দশমী পাড়ার ফিরোজ আলীর ছেলে আক্কাস আলী (৪০) ও পুরাতন বাজার পাড়ার মৃত মোকলেছুর রহমানের ছেলে জামাল উদ্দিন ওরফে লিটন(২৯)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে গাঁজাসহ আটক-১

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদক বিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা করে ৬’শ গ্রাম মাদকদ্রব্য গাঁজা সহ হাফিজুর রহমান হাফু (৪৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার সদ্য যোগদানকৃত অফিসার ইনচার্জ, মোঃ আলমগীর কবীরের নেতৃত্বে দামুড়হুদা থানাধীন হাউলী ইউপি’র পুরাতন বাস্তপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুরাতন বাস্তুপুর সাকিনস্থ পুরাতন বাস্তুপুর দাখিল মাদ্রাসার সামনে দামুড়হুদা টু রঘুনাথপুরগামী পাকা সড়কের উপর থেকে আনুমানিক সন্ধ্যা ৬টার দিকে পুরাতন বাস্তুপুর গ্রামের মৃত.ফকির বিশ্বাসের ছেলে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মোঃ হাফিজুর রহমান হাফুকে ৬’শ গ্রাম অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজা সহ হাতেনাতে আটক করা হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা অফিসার ইনচার্জ মো: আলমগীর কবীর জানান, মাদকদ্রব্য সহ আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। তিনি আরও জানান থানা এলাকায় মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীর হুশিয়ারি করেন অত্র থানা এলাকায় কোন মাদক ব্যবসায়ীকে ছাড় দেওয়া হবে না এবং মাদকবিরোধী অভিযান চলমান থাকবে।

আলমডাঙ্গায় বাড়ির গর্তে গাঁজা চাষ দুই ভাই গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় সদ্য নির্মিত বসত বাড়ির পাশের গর্তে গাঁজা চাষের অভিযোগে আপন ২ ভাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের মাঠপাড়ায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন উপজেলার গোপিবল্লভপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে লালন (৩৮) ও খোকন আলি (৩২) । আগামীকাল শুক্রবার দুপুরে তাদের বিচারিক আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের মাঠপাড়ায় সদ্য নির্মিত বাড়ির পাশের গর্তে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে এমন অভিযোগ ওঠে। ওই এলাকার বসতবাড়িতে পুলিশ গাঁজা গাছ উদ্ধারের অভিযান চালাই। অভিযানের সময় দেখা যায়, লালনের সদ্য নির্মিত বাড়িতে ১টি গাঁজা গাছ রয়েছে। গাছের উচ্চতা প্রায় ১০ ফিট ও ১০ কেজি ওজনের গাঁজা গাছ জব্দ করা হয়। একইসঙ্গে দুই ভাইকে আসামি করে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, ওই বাড়ি থেকে ১০ কেজি ওজনের ১টি গাঁজার গাছ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার দুপুরে গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের চুয়াডাঙ্গা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা।

দর্শনা সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ৩ আগষ্ট সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত দর্শনা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুদেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে এ বৈঠক চলে।

এতে বিজিবি পক্ষে কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এমারত হোসেন ও ভারতের বিএসফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন কৃষ্ণনগর ডিআইজি শ্রী সঞ্জয় কুমার।

বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন পরিচালক লে.কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসিহ, কুষ্টিয়া বিজিবি সেক্টরের অতিরিক্ত পরিচালক মেজর আবু সাঈদ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন পরিচালক লে. কর্নেল মাসুদ পারভেজ রানা, ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অতিরিক্ত পরিচালক মেজর সেলিম উদ্দোজা, বিজিবি-৬ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পরিচালক হায়দার আলী, বিজিবি-৫৮ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পরিচালক সাইফুল ইসলাম, দর্শনা বিজিবি কোম্পানী কমান্ডার সবেদার জহির উদ্দিন বাবর, বিজিবি বিওপি কমান্ডার শফিকুল ইসলাম এবং ভারতের বিএসএফের পক্ষে কমান্ডেন্ট সঞ্জয় প্রসাদ সিং, কমান্ডেন্ট সুনীল কুমার, কমান্ডেন্ট বিপিন পান্থরি, কমান্ডেন্ট বি মধুসূদন রাও, কমান্ডেন্ট সুজিত কুমার, ডেপুটি কমান্ডেন্ট দুর্গেশ কুমার ডেপুটি কমান্ডেন্ট বিনোদ কুমার, কোম্পানী কমান্ডার ভিতাশী ও কোম্পানী কমান্ডার ভিড পাল উপস্হিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া বিজিবি সেক্টরের অতিরিক্ত পরিচালক মেজর আবু সাঈদ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান বলেন, বৈঠকে দু’দেশের সীমান্তের চলমান নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর গুলি না চালানো, পুশইন, মাদক চোরাচালান বন্ধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরে

ইয়াবাসহ আটক ১

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে খাইরুল ইসলাম (২৮) নামের এক মাদক ব্যবাসায়ীকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক শরিয়তউল্লাহ, পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান, উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন ও আকবর হোসেনের নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে।

এ অভিযানে গ্রামের স্কুলপাড়ার আবুল হাসেমের ছেলে খাইরুল ইসলাম
(২৮) কে নিজ বসতঘরের ভিতর থেকে আসামির দেহ তল্লাশি করে ২৩৫ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা সহ খাইরুল ইসলামকে আটক করে।চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনের মাদক বিরোধী অভিযানিক দল।

উক্ত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করেন।

মেহেরপুরে আন্তঃ জেলা

ট্রান্সফরমার চোরচক্রের ৪

সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে আন্তঃ জেলা চোর চক্রের ৪ সদস্য গ্রেফতার হয়েছ। গ্রেফতারকৃতরা হলো মনিরুল ইসলাম, সেলিম

আলী,হারেজ মালিথা এবং রফিক।

গতকাল বুধবার (২ আগষ্ট) মেহেরপুরের ডিবি ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা এলাকার একটি ভাড়াবাড়ি থেকে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত ট্রান্সফর্মার চোর চক্রের সদস্যরা হলেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মৃত তুফান মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলাম খোকন (৪০), কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার মোল্লাপাড়ার হায়াত মন্ডলের ছেলে সেলিম আলী(৩৪) ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বড়বাজার ঘোড়াঘাটের মৃত ফকির চাঁদ মালিথার ছেলে হারেজ মালিথা (৫৮) এবং নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের রশিদ ব্যাপারীর ছেলে রফিক (৩৭)।

আন্তঃ জেলা ট্রান্সফরমার চোরচক্রের গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেয়া ওসি ডিবি মেহেরপুর সাইফুল আলম বলেন,’ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামীরা চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। আসামীদের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।’

আটককৃতদের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, ‘মেহেরপুর একটি কৃষি নির্ভর জেলা হওয়াতে এই জেলার মাঠেঘাটে প্রচুর বৈদ্যুতিক সেচ পাম্প বিদ্যমান। গত ২/৩ মাস যাবৎ মেহেরপুর এবং আশপাশের জেলার ফসলের মাঠ হতে একটি সংঘবদ্ধ চোরচক্র আনুমানিক ৪০/৪৫টি ট্রান্সফরমার চুরি করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর এবং মুজিবনগর থানায় পৃথক পৃথক মামলা রুজু হয়। উক্ত চুরির ঘটনা মেহেরপুর জেলা পুলিশ গুরুত্বের সাথে তদন্ত শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেহেরপুর পুলিশের একটি চৌকশ টিম উক্ত চোর চক্রকে সনাক্ত করে আটক করতে সক্ষম হয়।’

মেহেরপুরে মাদক মামলায় দুই আসামির বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড এবং জরিমানা

মেহেরপুর দুটি পৃথক মাদক মামলায় অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ পৃথক এ আদেশ দেন। দণ্ডিতরা হলেন-মেহেরপুর সদর উপজেলার কুুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত মনসুর আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম ও পৌর কলেজ মাঠ এলাকার হামিদুল ইসলামের ছেলে আশরাফুল ইসলাম।

আদালতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জি,আর ৩৫৩/১৯নং মামলার আসামি মো. আশরাফুল ইসলাম মেহেরপুর সদর-কে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একই দিনে জি,আর ১১৮/১৭নং মামলার আসামী মো. জাহাঙ্গীর আলম, পিতা: মৃত মনসুর আলী, গ্রাম: কুলবাড়িয়া, মেহেরপুর সদর-কে এক বছর ১ মাসের সশ্রম করা দণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ আসামিদের সাজা প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ এর নির্দেশ প্রদান করেন।